।ফি। চা। র।

পাহাড়ী সাধু চাঁন মোহনের ধাম

মুন্নী সাহা

পাহাড়ি কথা আমি আগেই শুনেছিলাম। তখন থেকেই মনের মধ্যে একটা পাহাড়। যে পাহাড়টি দেখতে হলে বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে হয়। পাহাড়ের চূড়ায় একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর। কুঁড়েঘরে কিছু দেবদেবীর মূর্তি। কাছে বসা একজন রাগী ঋষি। আমি ভয়ে ভয়ে ঢুকি মন্দিরে আর রাগত চোখে তাকান রাগী ঋষি!

ঐ যে দেখা যায় লাল নিশান। হঠাৎ বলে উঠলেন পাটগ্রামের মিঠু ভাই। ড্রাইভার বললো, অনেক কি ঘুরপথ? পাহাড়ের প্রায় পায়ে এসে গাড়িটি থামলো। আমার মনের পাহাড়ের ঘোর ভেঙে এবার চোখ পড়ল আসল পাহাড়ের দিকে। ঠিক পাহাড় নয়। পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে থাকা সাধুর দিকে। পড়নে একখন্ড গেড়ুয়া। তাও হাঁটুর ওপর। কাঁধে দইঅলার মতো দু'টি মাটির ঝাঁকা। সবচেয়ে উঁচুতে লাল নিশানটা পতপত করছে, সূর্যটা অস্ত যাই যাই। এমনি কমলা রঙা আলো-আঁধারি ঝিলিকে কখনো দেখা যাচ্ছিলো আবার যাচ্ছিলো না সাধুকে। সাধু নামছে তো নামছে তো নামছেই। ঘুরে ঘুরে। পাহাড়ের বাউন্ডারির কাছে যেতেই আটকে দেয় শুকনো বরইগাছের গেট। বাংলাদেশ-ইন্ডিয়ার কাঁটাতারের বেড়ার মতো। আর ততণে নিচে নেমে এসেছেন সাধু। মিষ্টি হাসি হেসে কাঁটাটা তুলে নিয়ে বললেন

Pov t`L‡Z Avmv gvb‡l i wfo

কাল রাতে বৃষ্টি গেছে, অনেক জায়গায় মাটি ঢলে গেছে, সকাল থেকে তাই-ই ঠিক করছি। এমনিতে বাচ্চারা সারা দিনই আসে। এই ভেজা মাটিতে দাপাদাপি করলে আবার না ভেঙে যায়... ওরাও ব্যথা পায় সেজন্যি বন্ধ করে রেখেছি।

mv‡o wZb eQ‡i i gv_vq ˆZwi nq avg

mva Pvb tgvnb

সাধুর কথা শুনতে শুনতে আমরা গোলক ধামের প্রথম ধাপে উঠে গেছি। সিঁড়িতে না। গেট দিয়ে ঢুকে ছোট পথে এগুতে এগুতে হঠাৎ দেখি আবারও সেই গেট। তবে একধাপ নিচে। ততক্ষণে সাধু চলে গেছেন মাটি আনতে। টিভি ক্যামেরা, শহরের লোকজন দেখে কৌতূহলী লোকজন ও ভিড়ে গেছে গোলকধামে। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ভিড় থেকে কেউ একজন বললো, সাধু একলাই করেছেন এই ধাম। এটাকে আমরা বলি ৭ তলা পাহাড়। কেউ ইচ্ছা করলেই লাফ দিয়ে উপরে উঠতে পারবে না। ৭ তলায় যেতে হবে ৭ পাক ঘুরে। ঘুরতে ঘুরতে আপনাআপনিই দেখবেন উপরে উঠে যাবেন আবার নামার সময়ও দেখবেন ৭ পাক হয়ে গেলে নিচে নেমে গেছেন। ততণে আমাদের দলটি সাতপাকের কোনো একধাপে। মাটির ধাপগুলো ঢেকে আছে

নানান জাতের গাছগাছালি। ফুটে আছে রক্তজবা, রঙ্গন। বেড়ে উঠছে নিম, তুলসী, লজ্জাবতী। গোলকধামের চূড়ায় আমরা, দুই ঝাঁপি মাটি নিয়ে সাধু এলেন চূড়ায়। মাটি ফেলতে ফেলতে বললেন 'অখুটা শিমলার নৌকা শুকনাতে চলে' আগা নাওয়ের সাথে দুইটা জোড়া বাতি জ্বলে। দিদিমণি। জীবনটা একটা চলমান নৌকা। এর জন্যে বতি হলো জ্ঞান-বিবেক-চোখ।

কোথায় আল্লাহ-কোথায় ভগবান? আমি সাত আসমানের ওপরও যদি ঐ দেবীকে বসাই পূজা করি, সে কি আমায় দেখা দিবে? মুক্তি মিলবে রোগব্যাধি, জরা মৃত্যু থেকে? আমি প্রশ্ন করি, তাহলে এখানে মন্দির কেন? সাদা চুল-দাড়ির ফাঁকে মিষ্টি হেসে সাধু বললেন, গোলকধামের চূড়ায় উঠতে একটা উপল লাগে না? নিচ থেকে দেখতেই সুন্দর লাগে, ওটুকু দেখেই অনেকে চলে যায়। কেউ আবার শোনে চূড়ায় মন্দির। কষ্ট করে আসে। আমার কাছে কষ্টটা হলো ঈশ্বর-শক্তি। আসতে আসতেই সে শক্তির পুজো হয়ে যায়। আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেছি বলে এখানে হিন্দুর দেবী-দেবী। আর বেশি কিছু নয়। সবাই আসতে পারে এখানে।

Pvb tgvn‡bi mv¶vrKvi wb‡"Qb gbx mvnv

•••••

হ্যাঁ, লালমনিরহাটের পাটগ্রামে এক হিন্দুর ঘরে জন্মেছেন এ সাধু। নাম চানমোহন বসুনিয়া। যে জায়গাটায় পাহাড়, সেখানেই বাপদাদার ভিটে ছিলো। পাহাড়ের ত্রিশ শতাংশ জায়গা তার নিজের পেছনের দিকটার কিছু জমি তার। সেখান থেকে মাটি কেটে এনে পাহাড় হয়েছে। পূর্বপুরুষের পেশা মাটির মূর্তি তৈরির কাজটি তিনি ৫ বছর আগেও করতেন। ছিলেন আর সব সংসারী মানুষের মতোই। স্ত্রী-সন্তানদের ভরণ-পোষণ জমি আঁকড়ে ধরে রাখা, পুজো এলে মূর্তির বায়না সব মিলিয়ে আশির কোঠার বয়েসী চানমোহন যেন হারিয়ে যাচ্ছিলো। পাঁচ বছর আগেই হঠাৎ তার ভাস্কর মন বলে ওঠে চানমোহন কিছু করো। ভেতরের সে ডাককে গুরুর আদেশ মনে করে কল্পনার ধামকে বাস্তবে আনার ব্রতে নেমেছেন। স্ত্রী-সন্তান-সংসার বলতে তার কিছু নেই। তার ধ্যানজ্ঞান সাধনা একটু একটু করে মাটি সংগ্রহ করে ধাম বানানো। তবে সংসারীরা কি তাকে ছাড়ে? তাই রাতে ধামের ওপর আর থাকতে দেয় না ঘরের লোকজন, খাবারও আসে বাড়ি থেকে। নিরামিষভোজি চানমোহন সারা দিনের মাটি কাটার পর ১ বেলা আলু ভর্তা বা খালি লবণ মেখেই ভাত খান। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করতে করতে সাড়ে তিন বছরের মাথায়ই তার ধাম খাড়া হয়ে গেছে। এখন শুধু গাছ-গাছালি আর বেলেমাটি আটকে রাখার কসরত। ধামের সামনের দিকে ছিলো ঘন বন। বড় বড় গাছ ছিলো। যখন থেকে পাটগ্রামের ধাম দেখতে দলবেঁধে লোকজন আসা শুরু হয়েছে, তখন সেই জমির মালিকও জমির দাম বুঝতে পেরেছে। ফলে গাছ-গাছালি সাফাই করে, পাহাড়ের সামনের জমি বিক্রি করার ধান্দা করছে। চানমোহনের ধামের উচ্চতা ৬৫ ফুট। চাপা সরু রাস্তা ঘুরে ঘুরে উঠতে হয়। মাটি থেকে ধামটা শুরু হয়েছে নৌকার আকৃতির একটা ঢিবি থেকে। সেই যে দেহতরী তত্ত্ব!

অবসর নেই চাঁন মোহনের

•••••

সন্ধ্যা নামে চানমোহনের ধামে। আবারও সাত পাক ঘোরা। চূড়া থেকে এবার মাটিতে আসা প্রতি পাকে ঘুরতে ঘুরতে মাথায় যেন আরেক পাহাড়ের ছোট্ট ছোট্ট ঘোর! মন্দিরের গায়ের লেখা 'পাখি শিকার নিষেধ', চানমোহনের শক্ত কঠিন শরীর, কাঁধের দিকটায় কালো দাগ (মাটি বইতে বইতে), সাদা চুল-দাড়ির ফাঁকে আশি বছর বয়সের কোঠার চানমোহনের মিষ্টি হাসি। আর হাসতে হাসতে তার সেই কথা, - 'সাত আসমানের উপরে বসে দেব-দেবীর পূজা করলেও রোগ-জরা মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়া যায় দিদিমণি? মানুষের দেহ তরাই গোলকধাম- তার কর্মই ঈশ্বর! সে ঈশ্বরের সৌন্দর্য দেখতেই ছুটে বেড়ায় মানুষ। ■